26

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লাইব্রেরির পাঠব্যবস্থা ঢেলে সাজানো দরকার

যে কোন দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট বই এই লাইব্রেরিতে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত যে লাইব্রেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহার করে আসছে তা বর্তমান প্রয়োজনের আদলে তৈরি নয়, একথা সবারই জানা। প্রয়োজনের নিরিখে এর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের পড়ার স্থানাভাব সমস্যার কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ একটি নতুন ভবন তৈরি করেছে। সেটি চালু হলে স্থানাভাব সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও সমস্যা থেকে যাবে।

লাইব্রেরির মান উন্নত করা সম্পর্কে জানতে চাইলে লাইব্রেরিয়ান প্রফেসর মোফাখখারুল ইসলাম জানান, লাইব্রেরিকে কম্পিউটারাইজড করা হবে। নতুন ভবনের নিচতলায় কম্পিউটার কক্ষ করা হবে। তবে প্রথমেই ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটারের কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে না। প্রথমে প্রশাসনিক দিকগুলো কম্পিউটারাইজড করা হবে। পরে ছাত্রছাত্রীদের যাতে অল্প সময়ে সহজে বই প্রদান করা যায় তা কম্পিউটারে করা হবে। তিনি আরও জানান, সম্পূর্ণ লাইব্রেরিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে, যা ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অনেক বেশি সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, অনেক আগেই লাইব্রেরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আনার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছে। প্রফেসর ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, কিছুদিনের মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বর্তমান লাইব্রেরিতে সকাল ১০টা থেকে ৩টার মধ্যে নতুন কেউ প্রবেশ করলে রীতিমতো অবাক হবেন। কেননা তিনি বুঝতেই পারবেন না এটা একটা লাইব্রেরির পাঠকক্ষ। এই সময়ে মনে হবে এটি যেন আড্ডার একটি পরিকল্পিত স্থান। এ অবস্থায় এখানে প্রকৃত লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে প্রফেসর ইসলাম জানান, বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের পদ্ধতিতে চেয়ার টেবিল সাজানো হবে এবং তা অচিরেই। তবে পাঠকক্ষের উপযুক্ত পরিবেশের জন্য ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা ও পাঠকক্ষের মর্যাদা অনুধাবনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। পাঠকক্ষ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিভাগীয় শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের সাথেও যোগাযোগ করেছেন।

লাইব্রেরি ব্যবহারের সময়সূচী সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। জনাব ইসলাম বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণার্থে এ সময়সূচী যদি আরও বৃদ্ধি করা হয় তবে আমি তা স্বাগত জানাবো। ব্যবহার অযোগ্য ও ব্যবহারহীন বই সরিয়ে ফেলা হয় কি-না জানতে চাইলে তিনি জানান, এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন বই সরিয়ে ফেলা কিংবা বিক্রি করা হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী কোন অপ্রয়োজনীয় বই বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে অদূর ভবিষ্যতে আমরা আইন সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার অযোগ্য বই বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করবো।

লাইব্রেরিতে একটি ছোট অডিটোরিয়াম রয়েছে, যা অনেক ছাত্রছাত্রীরই জানা নেই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই অডিটোরিয়াম ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহার না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, অডিটোরিয়াম ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য বলে ঘোষিত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি পূর্বে পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। পাবলিক লাইব্রেরি হিসাবে অডিটোরিয়াম যতটা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতো বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি হিসাবে এখন ততটা নয়। '৭১ সালে ভিয়েনার একটি সংস্থার ফেলে যাওয়া বেশ কিছু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রন্থ এই অডিটোরিয়ামে রয়েছে। তিনি জানান এগুলো সরিয়ে ফেলা হবে এবং ভবনটি সংস্কার করে এটি বইয়ের স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

লাইব্রেরির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে– বই ধার বিভাগ। এ বিভাগ থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় বই ধার নিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বই ধার নেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ ক্যাটালগ সিট পাওয়া যায় না। কিছু বিকারগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা নিজেদের কাজ সেরে ক্যাটালগ সিটগুলো ছিঁড়ে ফেলে। এ অবস্থা অবসানের জন্য কর্তৃপক্ষের নতুন ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ একাধিক কপির অপ্রতুলতা। ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সচেতনতা প্রয়োজন।

নতুন বই ক্রয়ের পদ্ধতি জানতে চাইলে লাইব্রেরিয়ান জানান, প্রতি বছর প্রায় ৮০ লাখ টাকা নতুন বই ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এই হার বিবছর বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। ঐ টাকা বিভিন্ন বিভাগের নামে বরাদ্দ থাকে। বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের তালিকার ভিত্তিতে বই কেনা হয়। বই কেনার ক্ষেত্রে তিনি একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের বই পরিবেশক হচ্ছে বিদেশী এজেন্ট। ফলে অনেক বইয়ের দাম স্থানীয় বাজারে কম জেনেও আমরা বাধ্য হয়ে অনেক বেশি দামে বিদেশের বাজার থেকে বই কিনি। এছাড়া অনেক সময় আমাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ না করে কিছু অপ্রয়োজনীয় বই পাঠিয়ে দেয়া হয়। এসব অসুবিধার ফলে আমরা ভবিষ্যতে টেন্ডার আহ্বান আইনের রদবদলের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।

লাইব্রেরির 'দৈনিক পত্রিকা বিভাগ'টি ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ বিভাগে নানা অনিয়ম বিরাজ করছে। প্রথমত; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে কোন পত্রিকা কোন সেলফে আছে জানতে চাইলে তার সোজা উত্তর– জানি না, খুঁজে দেখুন। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় এবং অনেক সময় নষ্ট করতে হয়। ধুলাবালির অবস্থা যা তাতে পত্রিকার ওপর রীতিমতো আস্তরণ জমে থাকে, নিঃশ্বাস নেয়াটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। একই কারণে এই কক্ষটিকে মনে হয় মশার একটি বিশেষ আস্তানা। এসব দুরবস্থার কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী এই কক্ষটিতে প্রবেশ করতে ভয় পায়। এ অবস্থার কথা প্রফেসর ইসলামের দৃষ্টিগোচর করলে তিনি বলেন, এইসব দুরবস্থা দূর করার ব্যবস্থা করব। লাইব্রেরির বাথ রুমগুলো একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী।

অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই লাইব্রেরিটি বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের একটি বড় সম্পদ। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে বর্তমানে পাঁচ লক্ষাধিক বই। যা দেশের অন্য কোন লাইব্রেরিতে নেই। শুধু তাই নয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি উঁচু মানের লাইব্রেরির নামের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির নামও আসে। কিন্তু এর উন্নয়নের জন্য যা করা দরকার তা হলো:

* লাইব্রেরিতে পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এজন্য বসার বিন্যাস পাঠ উপযোগী করা দরকার।
* লাইব্রেরির সময়সীমা বাড়িয়ে রাত ৯টার পরিবর্তে ১০টা করা উচিত।
* সদ্য প্রকাশিত বই লাইব্রেরিতে প্রতি বছর ব্যবহারের জন্য স্থাপন।

নুরুল আলম